দৈনিক সংবাদ ● চিঠিপত্র ● 13 FEB 1988

047

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

কে,জি স্কুলের বই প্রসঙ্গে

চট্টগ্রাম শহরের কিছু কিছু কিণ্ডারগার্টেনে সম্প্রতি মাহমুদা হক বিরচিত 'আদব কায়দা, কথোপকথন ও সাধারণ জ্ঞান' বইটি পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বইটির ২৭,২৮ পৃষ্ঠায় খৃষ্টান ধর্ম বিষয়ক অধ্যায়ে কিছু ভুল পরিলক্ষিত হয়েছে। লেখিকা যীশুখ্রীষ্টের প্রধান শিষ্যের নামে লিখেছেন সেন্ট (সাধু) পল, আসলে হবে সাধু পিতর। অন্য এক স্থানে প্রভুর প্রার্থনায় আছে: প্রণাম মারীয়া প্রসাদ পূর্ণা প্রভুর তোমার সহায়। তুমি নারী কুলে ধন্য তোমার গর্ভের ফল, যীশুও ধন্য হে পূণ্যময়ী মারীয়া জননী আমরা পাপী। এখন আমাদের মৃত্যুকালে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, আমেন। কিন্তু পবিত্র বাইবেল, মথি ৬:৯-১৩, পৃ ৯ এ প্রভুর প্রার্থনায় আছে: হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক, আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য অদ্য আমাদিগকে দেও; আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর। কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন। এ ছাড়া অন্যান্য স্থানেও আরো ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে। লেখিকা অন্যান্য ধর্মীয় তথ্য সংযোজনের সময় সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ করলে বোধহয় এই ভ্রান্তিগুলো কাটাতে পারতেন।

আশিশ বৈদ্য
১৭, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম

অনভিপ্রেত বিতর্ক!

দ্বিতীয় জাতীয় কবিতা উৎসব পরিষদের (বর্তমানে জাতীয় কবিতা পরিষদ) শেষ দিনের অনুষ্ঠানমালায় প্রথম পর্বে 'কবিতা ও রাজনীতি' শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ হুমায়ুন আজাদ। তিনি তার পঠিত প্রবন্ধের এক অংশে কবি নজরুল সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে তাকে প্রতিক্রিয়াশীলদের কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এ অভিমত ছিল একান্তভাবে প্রাবন্ধিকের নিজস্ব। বিভিন্ন কবির কবিতা তথা সাহিত্য কর্মের মূল্যায়ন একজন সাহিত্য সমালোচক তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোতেই করে থাকেন। সাহিত্য সমালোচনায় এমন প্রবণতা অস্বাভাবিক নয়। শুধু নজরুল নয়, রবীন্দ্রনাথ সহ বিশ্বসাহিত্যের অনেক অসামান্য প্রতিভার ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এরা কেবল তাদের স্বকালেই নয়, পরবর্তী কালেও প্রবলভাবে বিতর্কিত হয়েছেন। নজরুল কে নাস্তিক, কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করা, রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা এসবই খুব পুরানো ব্যাপার। এতে এঁদের কারো খ্যাতি ম্লান হয়নি, হবে না।

সেদিন ঐ আলোচনা সভাতে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রাবন্ধিকের অনেক মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও আমার মনে হয় আমার মত অনেকেই ব্যাপারটিকে সাহিত্যালোচনা হিসেবেই নিয়েছিলেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার কোন ব্যাপার থাকতে পারে এমনটি কেউ কল্পনাও করেননি। দুঃখজনক হলেও ইতিমধ্যে তাই ঘটেছে। এখানে একটা বিষয় স্মরণ করলেই বিভ্রান্তি দূর হবে। ডঃ হুমায়ুন আজাদের পঠিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা প্রসংগে জাতীয় কবিতা পরিষদের সে আলোচনা মঞ্চেই পরবর্তী আলোচকবৃন্দ প্রাবন্ধিকের নজরুল সম্পর্কিত মন্তব্যসহ অন্যান্য অনেক মন্তব্য জোরালো ভাবে খণ্ডন করেন। শুধু তাই নয়, নজরুলের সাহিত্যকর্মের উদ্ধৃতি দিয়ে সভাপতির ভাষণে জনাব কবির চৌধুরী বলেছেন, নজরুলের ইসলামী ভাবধারায় লেখা কবিতাসমূহ সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীলরা যদি তাদের শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার করেই থাকে তবে তার দায় কোনভাবেই কবির উপর বর্তায় না। তাছাড়া অধিকাংশ আলোচক পঠিত প্রবন্ধ সম্পর্কে সরাসরি এ অভিযোগটি উত্থাপন করেন যে, 'কবিতা ও রাজনীতি' শীর্ষক এ প্রবন্ধ তার মূল আলোচ্য বিষয় থেকে সরে গিয়ে 'রাজনৈতিক কবিতা'র আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে যা আদৌ প্রাসংগিকতা রক্ষা করতে পারেনি বলে ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয় কবিতা পরিষদ সম্পর্কে জনমনে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করার জন্যই এটি করা